

ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

Second Edition: October 2004

© Maktaba Dar-us-Salam, 2004
King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data
Sultan bin Abu Abdullah, Al-Masumi
Is it binding on Muslim to follow one of Four
Madhabs-Riyadh.
96p., 14x21 cm. ISBN 9960-899-51-9
I-Madhabs II-Title
258 dc 1425/2737
Legal Deposit no. 1425/2737
ISBN 9960-899-51-9

HEAD OFFICE

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A. Tel: 00966-01-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: riyadh@dar-us-salam.com, darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:

Riyadh
Days branch: Tel: 00966-1-4614463 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel: 4735220 Fax: 4735221

- Jeddah
Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
Madinah
Tel: 00966-4-815-1121 Fax: 815 1121
- Al-Khobar
Tel: 00966-3-8692900 Fax: 00966-3-8691551

U.A.E

Darussalam, Sharjah U.A.E
Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624
Sharjah@dar-us-salam.com

PAKISTAN

- Darussalam, 38 B Lower Mall, Lahore
Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072
Lahore@dar-us-salam.com
- Rahman Market, Ghazni Street
Urdu Bazar Lahore
Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703

U.S.A

- Darussalam, Houston
P.O. Box: 79194 Tx 77279
Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
E-mail: sales@dar-us-salam.com
- Darussalam, New York 486 Atlantic Ave, Brooklyn
New York 11217, Tel: 001-718-625 5925
Fax: 718-625 1511
Email: newyork@dar-us-salam.com

U.K

- Darussalam International Publications Ltd.
Layton Business Centre
Unit - 17, Elloe Road, Layton, London, E10 7BT
Tel: 00 44 20 8539 4885 Fax: 00 44 20 8539 4886
Mobile: 00 44 7947 306 706
- Darussalam International Publications Limited
146 Park Road,
London NW6 7RG Tel: 00 44 20 725 2246
- Darussalam
398-400 Coventry Road, Small Heath
Birmingham, B10 0UF
Tel: 0121 77204792 Fax: 0121 772 4345
E-mail: info@darussalamuk.com
Web: www.darussalamuk.com

HONG KONG

- Peaceteck
A2, 4/F Talm Sha Tsui Mansion
83-87 Nathan Road Taimabtsui
Kowloon, Hong Kong
Tel: 00852 2369 2722 Fax: 00852 2369 2944
Mobile: 00852 97123824

MALAYSIA

- Darussalam International Publications Ltd.
No.109 A Jalan SS 21/A, Damansara Utama
47400, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 00603 7710 9750 Fax: 603 7710 0749

FRANCE

- Editions & Librairie Essalam
135, Bd de Ménilmontant- 75011 Paris
Tel: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83
Fax: 0033-01- 43 57 44 31
E-mail: essalam@winadocoo.FR

AUSTRALIA

- ICIS: Ground Floor 185-171, Haldon St.
Lakemba NSW 2195, Australia
Tel: 00612 9758 4040 Fax: 9758 4030

SINGAPORE

- Muslim Converts Association of Singapore
32 Onan Road The Galaxy Singapore- 424464
Tel: 0065-440 8924, 348 8344
Fax: 440 8724

SR LANKA

- Darul Khab 6, Nimal Road, Colombo-4
Tel: 0094-1-589 038 Fax: 0094-74 722433

KUWAIT

- Islam Presentation Committee
Enlightenment Book Shop
P.O. Box: 1813, Safat 13017 Kuwait
Tel: 00965-244 7526, Fax: 240 0057

SOUTH AFRICA

- Islamic Da'wah Movement (IDM)
48009 Qualbert 4078 Durban, South Africa
Tel: 0027-31-304-6883
Fax: 0027-31-305-1292
E-mail: ldm@ion.co.za

মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?

*IS IT BINDING ON MUSLIM
TO FOLLOW ONE OF
FOUR MADHABS?*

هل المسلم ملزم باتباع مذهب
معين من المذاهب الأربعة

মুসলিম কি চার মাযহাবের
এক মাযহাব মানতে বাধ্য ?
সুলতান বিন আবু আব্দুল্লাহ আল-মাসুমী

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক

প্রথম প্রকাশ

মার্চ, ২০০০ ইংরেজী

দুলাহিজ্জা, ১৪২০ হিজরী

ফাল্গুন ১৪০৬ বাংলা

প্রকাশক



করপোরেট হেড কোয়ার্টার

দারুসসালাম

পোঃ বক্স : ২২৭৪৩, রিয়াদ : ১১৪১৬, সৌদি আরব

ফোন : ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২

ফ্যাক্স : ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯

শাখাসমূহ :

দারুসসালাম

৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান

ফোন : ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০

ফ্যাক্স : ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২

দারুসসালাম পাবলিকেশন্স

পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এন্ড ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১

দারুসসালাম

৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫

আল হিদায়াহ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন

৫২২ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ এন, যুক্তরাজ্য

ফোন : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২

দারুসসালাম পাবলিকেশন্স

৩০ মালিটোলা, বংশাল, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ।

ফোন : ৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স : ৯৫৫৯৭৩৮

মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?

মূলঃ

সুলতান বিন আবু আব্দুল্লাহ আল-মাসুমী

অনুবাদঃ

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক

বি. এ. অনার্স/ এয়ারাবিক উচ্চ ডিপ্লোমা

কিং সউদ ইউনিভার্সিটি

রিয়াদ, সউদী আরব



দা রু স সা লাম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

অনুবাদকের আরায

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার। জ্বিন-ইনসানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, বিশ্ববাসীর রহমত, আব্দুল্লাহ'র পুত্র মুহাম্মাদ এর ওপর এবং তাঁর সাহাবা ও পরিবারের ওপর শত শত শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

রিয়াদতু শাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কলেজে অবস্থানকালে একদিন দেখি বৈদেশিক ছাত্র ক্লাবে বই-পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। কিছু বই নিলাম। একটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বইর নাম :

"هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة"

অর্থাৎ "মুসলিম কি চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব মানতে বাধ্য?"

বইটি পাঠ করে উপলব্ধি করলাম যে, গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে যে রোগের চিকিৎসা করেছেন, আমাদের সমাজের সিংহভাগ মানুষ সেই রোগে আক্রান্ত। ফলতঃ বইটি বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন বোধ করে অনুবাদ করলাম। পুস্তকের প্রণেতা যা বলতে চেয়েছেন অনুবাদে তা হুবহু প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

আমার প্রত্যাশা, পাঠক-পাঠিকা এ অনুবাদ থেকে উপকৃত হবেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মাযহাব মানা বা না-মানার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং অবিলম্বে সরল ও সঠিক পথে চলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, ইনশাআল্লাহ।

রিয়াদতু ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি থিসিস প্রণয়নরত মুহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন ও নূরুদ্দীন অনুবাদটির সংশোধনে শ্রমদান করেছেন। বিশিষ্ট প্রকাশক মুহাম্মদ শরীফ হোসেন এটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। যারা এই কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের জন্যে আল্লাহর সমীপে ইহকালের ও পরকালের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ এর দ্বারা সকল মুসলিমকে উপকৃত করুন।

শাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়
রিয়াদ, সৌদি আরব

মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক
২৮/০৫/১৪১৯ হিঃ

চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাবের অনুবর্তী হতেই হবে-এমন একটি বাতিল ধারণা মুসলিম সমাজে শত শত বছর যাবত বধ্যমূল হয়ে আছে। অথচ এটা একটা অনুমাননির্ভর ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এই ধারণার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিভূমি খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সব ইমামের নামে মাযহাব তৈরী হয়েছে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত নন। ইনতেকালের শত শত বছর পর তাঁদের নামে এ সব মাযহাব তৈরী হয়েছে। তাঁদের ভক্তরা এসব তৈরী করেছেন। যেভাবে এ কালেও ভক্তরা পীর তৈরী করেন।

যারা মাযহাব তৈরী করেছেন, তাঁদেরও কিছু খোঁড়া যুক্তি আছে, কিন্তু একালে পবিত্র কুরআনের সহজ, সরল ও সাবলীল ব্যাখ্যা এবং সাহীহ হাদীস যখন দিবালোকের মত উদভাসিত তখন মাযহাবের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকার যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ থাকতে পারে না।

মাযহাবজনিত কারণে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি শত শত বছর ধরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ইজতেহাদ বা গবেষণার পথ বন্ধ হয়ে আছে। পুরানো ধ্যান-ধারণা নিয়েই মুসলিম বিশ্বকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। শত শত বছরেও সে কারণে কালজয়ী বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, চিন্তাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও গবেষকের সৃষ্টি হয়নি। যা হয়েছে তাও সুফীবাদসহ নানা পরগাছাবাদে বিভ্রান্ত ও মতিচ্ছন্ন। একটা বৃহৎ, সুন্দর, স্বাধীন এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি সর্বাংশে নিবেদিত কোন আবেগ বা মনন আমাদের মাঝে স্থিত হয়নি। পরাধীনতা, দীনতা ও পরাণুকরণের গোলক ধাঁধায় মুসলিম বিশ্ব নিঃশেষিত প্রায়। নিঃসন্দেহে আমাদের পরম শত্রু শয়তানের এ এক বড় কারসাজি। অবশ্যই মাযহাবী এই "ওয়াস-ওয়াসা" থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

বিষয়সূচী

আর অন্ধকার গলি-ঘুঁচি নয়, আঁকা-বাঁকা ও কোণা-কোণী পথ নয়, মুসলিম বিশ্বকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকিত উজ্জ্বল রাজপথে এসে নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে। 'হেরার রাজতোরণে' আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সে পথের সকল কাঁটা দূর করার কিঞ্চিৎ প্রয়াসেই বক্ষমান এই পুস্তকের অবতারণা। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকটি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই প্রথম। আশা করি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছেও পুস্তিকটি সমাদৃত হবে। যাঁরা এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কামিয়াব করুন। আমীন।

রিয়াদ

মার্চ ১৩, ২০০০ইং

আবদুল মালিক মুজাহিদ

জেনারেল ম্যানেজার

♦ এই পুস্তক লেখার কারণ.....	১১
♦ ইসলাম ও ঈমানের তাৎপর্য.....	১৩
♦ চারমাসহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাসহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিবও নয়, সুন্নাতেও নয়।.....	১৫
♦ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতে মোতাবিক কর্মই দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি.....	১৮
♦ পরবর্তী বংশধররা পরিবর্তন করে এক ইমামের অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়।.....	২২
♦ মৃত্যুর পর মানুষকে কী কবরে তার মাসহাব অথবা তরীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ?.....	২৩
♦ নির্দিষ্ট মাসহাবকে আঁকড়ে ধরার দাবীর মূল ভিত্তি রাজনীতি.....	২৬
♦ আল-ইনসাফ নামক রিসালায় শায়েখ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর গবেষণার মানদণ্ডে মাসহাবী প্রথা বিদ'আত.....	২৭
♦ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণে সংকীর্ণ অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়ামী করবে সে মূর্খ, পথভ্রষ্ট.....	২৯
♦ ইবনে আল-হুমামের গবেষণার আলোকে কোন নির্দিষ্ট মাসহাবকে আঁকড়ে ধরা বাধ্যতামূলক নয়.....	৩১
♦ অনুসৃত ইমাম একমাত্র নবী (সাঃ).....	৩৪
♦ মাসহাবের অনুসারীদের কারণে ফিরকাবন্দী ও ইখতেলাফের উৎপত্তি.....	৩৫
♦ কুরআন-হাদীসের ওপর আমল করা ইমাম আবু হানীফার পথ	৩৮
♦ মুজতাহিদ কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন আবার কখনো ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে, কিন্তু নবী (সাঃ) ত্রুটিমুক্ত.....	৪২

♦ রাসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো মত অকাট্য নয়.....	৪৮
♦ অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী.....	৫১
♦ পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মাধ্যমে বিভূদ্ধ হয়েছিলেন তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো শুদ্ধ হতে পারবে না.....	৫৫
♦ ওলামা কর্তৃক আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত পরিবর্তনের বিষয়ে আল-ফাখরুর রাযীর বর্ণনা.....	৫৯
♦ ইমাম আ'যম একমাত্র রাসূল (সাঃ) অন্য কেউ নয়.....	৬০
♦ আল্লাহ আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে চলার আদেশ দিয়েছেন....	৬৪
♦ নিজ মাযহাবের অনুসারী ব্যতীত সত্যকে গ্রহণ না করা আল্লাহর ক্রোধভাজনদের নিদর্শন.....	৬৯
♦ নবী (সাঃ) কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতে মানুষকে বাহ্য করেননি.....	৭১
♦ পরিশিষ্ট.....	৮০
♦ শেষ পর্ব.....	৮৫

এই পুস্তক লেখার কারণ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, তাঁর গ্রন্থ আল-কুরআনের অর্থ জানার তৌফিক দিয়েছেন, তাঁর রাসূল (সাঃ) যিনি মানুষ ও জিনের নেতা-এর হাদীসসমূহ বুঝার শক্তি দিয়েছেন, সাহাবাগণ (রাঃ) এবং তাঁদের পরিপূর্ণ অনুসারী যে পথে গমন করেছেন, সে পথ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ আল-মাওলা আল কাদীরের মুখাপেক্ষী আবু আব্দুল করীম আবু আব্দুর রাহমান সুলতান বিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-আওরুন আল-মাসুমী আল-খাজান্দী আল-মক্কী 'আল্লাহ তাঁকে কুরআনের ওপর আমল করা, তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার তৌফীক দিন এবং উত্তম খিতাম বা সমাপ্তি দান করুন। তিনি বলেনঃ জাপানের টোকিও এবং পূর্ব ওসাকা শহরের মুসলমানদের পক্ষ হতে আমার নিকট প্রশ্ন এসেছিল, যা ছিল নিম্নরূপঃ

১. তুর্কীস্তানের রাজধানী বুখারা শহরে তাঁর জন্ম, তাঁর দেশ রুশ এবং চীনের দখলে চলে গেলে স্বপরিবারে তিনি মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি একজন সুযোগ্য সাল্লাফী আলেম। হারাম শরীফে দারুস দিতেন। মক্কার দারুস হাদীসে শিক্ষক ছিলেন। মসজিদে হারামে হজ্জের মৌসুমে তুর্কী ভাষায় দারুস দিতেন। তুর্কী হাজীগণ এবং তাঁর সাথে এই ভাষাভাষী অন্যান্য হাজীগণ তাঁর দারুস শ্রবণ করার জন্য হাজির হতেন।

তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ পেয়েছে। যেমন এই পুস্তকটি। অন্যান্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : “কিতাবুল মুশাহাদাতিল মা'সুমিয়াহ ইনদা কুবুরি খাইরিল বারিয়াহ”, “কিতাবু তাময়ীযিল মাহযুযীন আনিল মাহরুমীন ফী তাফসীরি আয়াতিল খিতাবাতিল ইলাহিয়াহ”, কিতাবু তাফসীরি সুরাতিল ফাতিহা, এটির নামঃ “আওয়াহুল বুরহান ফি তাফসীরিল কুরআন”, “কিতাবুল বুরহানিস সাতে' ফী তাবারু'ইল মাতবু'য়ি মিনাত তাবে', রিসালাতু তামযীছন নোবালা' মিনাল উক্বালা ইলা কাওলে হামেদিল ফাকী আন্বাল মালাইকাতা গায়রু 'উক্বালা”।

১৩৮০ হিজরীর দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন রাহেমাহুল্লাহ। ইসলাম ও মুসলিম গণের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দিন।

দীন-ইসলামের তাৎপর্য কি? মাযহাবের অর্থ কি? যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, সে কি চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব মানতে বাধ্য? অর্থাৎ তার মালেকী অথবা হানাফী অথবা শাফে'রী অথবা হাম্বলী ইত্যাদি হওয়া কি জরুরী, না জরুরী নয়?

কেননা এসব নিয়ে আমাদের এখানে খুব মতবিরোধ ও ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। যখন জাপানের কতিপয় উজ্জ্বল চিন্তাধারার মানুষ দীন-ইসলামে প্রবেশ করতে ও ঈমান আনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁরা টোকিওর মুসলিম সংগঠনের নিকট নিজেদের পেশ করেন, তখন ভারতীয় এক গোষ্ঠী বলেনঃ তাদের ঈমাম আবু হানীফার মাযহাব গ্রহণ করা উচিত; কেননা তিনি উম্মতের উজ্জ্বল প্রদীপ। ইন্দোনেশিয়ার জাভার এক গোষ্ঠী বলেনঃ তাদের শাফে'রী হওয়া জরুরী। জাপানীরা তাদের এই কথা শ্রবণ করে বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান এবং নিজেদের লক্ষ্যের পথে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। আর মাযহাবসমূহের ব্যাপারটা তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য বা প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়ে যায়।

সুতরাং হে আমাদের উস্তাদ, আমরা আপনার গভীর জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত, ঐ জ্ঞান ইনশাআল্লাহ এই ব্যাধির আরোগ্য লাভের কারণ হবে। আপনার গভীর অভিজ্ঞতার আলোকে এর তথ্য বা তাৎপর্য আমাদের জন্য বর্ণনা করার আশা করছি, যাতে আমাদের আত্মার শান্তি হবে এবং অন্তর উন্মুক্ত হয়ে তৃপ্তি লাভ করবে। আল্লাহ আপনাকে অশেষ সওয়াবের অধিকারী করুন। আমরা রাশিয়ান মোহাজিরের দল আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি এবং সকল হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি রইল সশ্রদ্ধ সালাম। ইতি।

প্রশ্নকারীদের পক্ষে :

মোঃ আব্দুল হাই কুরবান আলী

ও

মুহাররাম ১৩৫৭ হিঃ

মুহসিন জাবাক আওগালী

ইসলাম ও ঈমানের তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালার দেয়া শক্তি অনুযায়ী আমি জবাবে যা লিখেছি তা নিম্নরূপঃ

"লা' হাওলা ওলা 'কুউআতা ইল্লাবিলাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম"। অর্থাৎ আমার কোন ক্ষমতা নেই, কেবল আল্লাহ'ই ক্ষমতার অধিকারী। "ওমা তাওফী'কী ইল্লা বিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন তৌফীক ও ক্ষমতা নেই। তিনিই আমার বিপুল জবাবের তৌফীক দাতা।

জেনে রাখুন, মূর্খদের কথা তো দূরে থাক, অনেক মুসলিম আলেমও এ ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, চার ইমাম তথা হানাফী, মালেকী, শাফে'রী ও হাম্বলী চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে ইসলামী বিধান হিসেবে গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। এ ধারণা ভ্রান্ত; বরং উক্ত কথার বক্তা মূর্খ, ইসলামী জ্ঞান শূন্য। বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ :

"জিবরীল (আঃ) নবী করীম (সঃ)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন; রাসূল (সঃ) উত্তরে বলেনঃ (ইসলাম হলোঃ) 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল'-এর সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, (সামর্থবান ব্যক্তির সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণে) যাকাত দেওয়া, রামাযান মাসে সিয়াম ব্রত পালন করা, সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরে এসে হজ্জ করা।"

জিবরীল (আঃ) প্রশ্ন করলেন ঈমান কি? আল্লাহর রাসূল (সঃ) উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কেতাবসমূহ, রাসূলগণ ও আখেরাতের দিনের ওপর এবং ভালমন্দ ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

প্রশ্নকারী বললেন ইহুসান কি? আল্লাহর রাসূল (সঃ) বললেন ইহুসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আল্লাহকে আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। যদি আপনি তাঁকে প্রত্যক্ষ না করেন তিনি তো অবশ্যই আপনাকে দেখছেন (এই বিশ্বাস রাখা)।

আল-হাদীস-(বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন উমরের (রাঃ) হাদীস যা বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে তা এরূপ: নবী (সঃ) বলেছেন "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর স্থাপিত হয়েছে: সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে রোযা ব্রত পালন করা, সক্ষম ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ঘরে (ক্বাবা শরীফ) এসে হজ্জ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর নিকট এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, আমি যখন তা বাস্তবায়ন করবো জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী (সঃ) বললেন: "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল, এর সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে রোযা ব্রত পালন করা"। (একথা শুনার পর) প্রশ্নকারী বললো: "ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন আমি উক্ত নির্দেশের কিছু কম-বেশী করবো না (অর্থাৎ যা বলা হয়েছে তারই ওপর আমল করবো)। নবী (সঃ) বললেন: "গ্রামীন লোকটি কৃতকার্য হয়ে গেল, যদি সে সত্য বলে থাকে"।

- (বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন: উক্ত হাদীসে হজ্জ উল্লেখ করা হয়নি কারণ তখন হজ্জ ফরয হয়নি।

বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে: তিনি বলেন: একদা আমরা নবী (সঃ) এর নিকট বসে আছি। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি উটের উপর আরোহণ করে এখানে পৌঁছে উটটাকে মসজিদের চত্বরে বসিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর বললো, "তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মাদ (সঃ)? নবী (সঃ) তখন আমাদের মাঝে পিঠের সাথে ঠেক লাগিয়ে বসেছিলেন। তারপর সে বললো: "হেলান দিয়ে বসা সুন্দর ও পরিষ্কার ব্যক্তি কি উনি"? অতঃপর নবী (সঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললো: "আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর"? নবী (সঃ) তাকে উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তারপর আগন্তুক লোকটি নবী (সঃ) কে বললো: "আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো, প্রশ্নের ভাষা কর্কশ বা নীরস হয়ে গেলে আপনি

কিছু মনে নিবেননা। নবী (সঃ) বললেন: "তুমি তোমার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন কর"। সে বললো: "আমি আপনাকে আপনার রব, আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে কসম দিয়ে প্রশ্ন করছি: আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানুষের রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন হ্যাঁ। প্রশ্নকারী পুনরায় বললো: আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার আদেশ দিয়েছেন? নবী (সঃ) বললেন: হ্যাঁ। প্রশ্নকারী পুনরায় বললো: আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ কি আপনাকে প্রতি বছর এই মাসে (রামাযানে) রোযা ব্রত পালন করার আদেশ দিয়েছেন? নবী (সঃ) বললেন: হ্যাঁ। প্রশ্নকারী পুনরায় বললো: আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ কি আপনাকে ধনীদের নিকট হতে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করার আদেশ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন: হ্যাঁ। তখন সে লোকটি বললো আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর আমি ঈমান আনলাম। আমি আমার গোত্রের বার্তাবাহক। আমি সা'লাবার পুত্র যেমাম, বনি সা'দ ইবনে বাকর গোত্রের ভাই। এটি হচ্ছে সেই ইসলাম যার নির্দেশ আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে দিয়েছেন এবং প্রচারের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন।

চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের

তাক্বলীদকরা 'ওয়াজিব'ও নয়, 'সুন্নত'ও নয়

মাযহাব হচ্ছে কতিপয় মাসয়লা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এই জ্ঞান, গবেষণা এবং মতামতের অনুসরণ করা কারো ওপর অপরিহার্য করেনি। কেবলা মতামতের মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান।^১

নবী (সঃ) হতে যা প্রমাণিত হয়েছে, তা ছাড়া নিরেট বিতর্ক কিছু পাওয়া

^১ এইভাবে গ্রন্থকার বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মাযহাবসমূহের যে সব বিষয় কুরআন-হাদীস এর ওপর নির্ভরশীল সেগুলো সত্য, তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলো কুরআন-হাদীসের বাণী দ্বারা সন্দেহ নয়, সেগুলো মতামত ও ইজতিহাদের বিষয়; এতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। - সম্পাদক।

বিরল। এমনও অনেক মাসয়ালা রয়েছে যাতে ইমামগণ নিজ নিজ মতামত প্রদানের পর সত্য অন্যত্র প্রকাশ পেলে তা গ্রহণ করেছেন এবং ভুল সিদ্ধান্ত বর্জন করেছেন। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি দীন-ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, ঈমানের সম্মানে সম্মানিত হতে চায়, তার কর্তব্য আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে রোযা রাখা, সামর্থ্যবান হলে কা'বা গৃহের হজ্জ করা।

চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাবের অথবা অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব তো নয়ই, উত্তমও নয়। অতএব চার মাযহাবের কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতে কোন মুসলিম বাধ্য নয়। বরং যে ব্যক্তি প্রতিটি মাসয়ালায় উক্ত মাযহাবসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট একটিকেই আঁকড়ে ধরবে, সে গোঁড়া, বিভ্রান্তকারী, অন্ধবিশ্বাসী এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতামূলক কার্য-কলাপ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ১০৭]

নিশ্চয় যারা স্বীয় দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ; হে নবী (সঃ) ! তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। (আল-আন'আম ১৫৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

২. আমি বলি : এটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে মানা ওয়াজিব- এই বিশ্বাস রাখে। তবে সাধারণ মানুষ যে একটি মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের খবর জানেন, অথবা সে কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের নিকট প্রশ্ন করে জেনে নেয় আর সে আলিম যদি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী হয় তাহলে এমতাবস্থায় ঐ সাধারণ মানুষটির কোন দোষ নেই। কারণ সে নিরুপায়। আল্লাহ মানুষকে তার শক্তির বাহিরে কোন কিছু ন্যস্ত করেন না। আমরা ঐ সাধারণ মানুষকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, সে যেন কোন একজন শায়খকে (আলেমকে) নির্দিষ্ট না করে নেয়।

﴿ مُبِينٍ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ৩১, ৩২]

অর্থঃ সবাই তার অভিমুখী হও এবং তাকে ভয় কর, নামায কয়েম কর এবং মুরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (রুম: ৩২)

সূতরাং দীন-ইসলাম এক সরল পথ, যাতে অন্য কোন মত ও পথের অবকাশ নেই। একমাত্র নবী (সঃ) এর মতাদর্শ ও নির্দেশিত পথ ব্যতীত ইসলামে এমন কোন মত ও পথ নেই যা অনুসরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ ঘোষণা করেন :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ১০৮]

অর্থঃ (হে নবী) বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ বুঝে শুনেই আল্লাহর পথে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [ইউসুফ ১০৮]

প্রচলিত মাযহাবসমূহের অন্ধবিশ্বাসীদের জ্ঞানহীনতার কারণে মাযহাবী দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ বলেন :

﴿ وَلَا تَسْرِعُوا بِالنَّفْسِ أَنْ تَنفَسُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِيرُوا إِنَّا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ৪৬]

অর্থঃ “তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়োনা, যদি তা কর তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব ও শক্তি চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।” (আনফাল: ৪৬)

আল্লাহ জালা জালালুহ তাঁর কিতাবকে আঁকড়ে ধরার এবং একতার জন্য আদেশ করে বলেন :

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ১০৩]

অর্থঃ তোমরা সকলে একত্রিতভাবে আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত করে ধর এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না। (আল ইমরান : ১০৩)

আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত মোতাবিক কর্মই দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি

এটি সেই সত্য দ্বীন-ইসলাম, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। একমাত্র কুরআন-হাদীস মুসলমানদের সমস্যার সমাধান স্থল। যে ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ থেকে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করল সে মুমিন নয়। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ৬৫]

অর্থঃ “অতএব, তোমার পালন কর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না পায় এবং তা হুঁট চিঙে মেনে নেয়।” (নিসা-৬৫) ^১

১ - এ ক্ষেত্রে ঐ দীর্ঘ হাদীসখানার উল্লেখ করা যেতে পারে, যে হাদীসে কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি কুরআন (ও হাদীস) ছাড়া অন্যত্র হেদায়েত খুঁজবে আল্লাহ তাকে গোমরাহ করে দিবেন।

কোন ইমাম একথা বলেননি যে আমি যা বলে গিয়েছি তার অনুসরণ কর, বরং তোমরা ঐখান থেকে (দ্বীন) গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। কেননা এই মায়হাবসমূহে পরবর্তী যুগে অনেক মত ও কথার সংযোজন হয়েছে, যাতে অনেক ভুল-ত্রুটি ও সংশয় যুক্ত মাসায়েল রয়েছে। যাদের নামে মায়হাব তৈরী হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন ইমাম যদি উক্ত ত্রুটি ও মাসায়েল প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে ঐ মাসায়েল এবং তার বর্ণনাকারীকে পছন্দ না করে নির্দোষ হয়ে যেতেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। অর্থাৎ এগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করতেন না।

আইম্মায়ে সালাফে সালাহীনের প্রতিটি ব্যক্তি যাদের মাধ্যমে দ্বীনের ও জ্ঞানের হিফাযত করা হয়েছে, তাঁরা সকলে হাদীস ও কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের ওপর আমল করেছেন, মানুষকে উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে আঁকড়ে ধরার এবং তার ওপর আমল করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। একথা যেমন ইমাম আবু হানীফা হতে প্রমাণিত রয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম মালেক, শাফে’য়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ, হাসান বাসরী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলকায়ী, মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী, আব্দুর রহমান আল-আওয়ালী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, বুখারী এবং মুসলিম ইত্যাদি ইমামগণ থেকেও একথা প্রমাণিত রয়েছে। (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন)। তাঁরা সকলে দ্বীনের কাজে বিদআত করা থেকে এবং পাপমুক্ত নয় এমন ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধঅনুকরণ থেকে সতর্ক করতেন। পাপমুক্ত একমাত্র রাসূল (সঃ)। নবী (সঃ) ব্যতীত সে যেই হোক, যদি তার কথা কুরআন-সুন্নাহ সম্মত হয় তা হলে তা গ্রহণ করা যাবে।

আর যদি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হয় তাহলে তা বর্জন করা হবে। যেমন ইমাম মালেক (রাঃ) বলেন : “প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণীয় অথবা অগ্রহণীয় হতে পারে শুধু এই কবরবাসী ছাড়া, (অর্থাৎ ইমাম মালেক রাসূল (সঃ)-এর কবরের দিকে ইশারা করে বলেন : এই কবরবাসী ব্যতীত সকল মানুষের কথা গ্রহণীয় অথবা অগ্রহণীয় উভয়ই হতে পারে। এইভাবে চার ইমাম ও অন্যান্য গবেষক আলোচনা করেছেন। তাঁরা সকলে সংকীর্ণতা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে সতর্ক করতেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সংকীর্ণ অন্ধবিশ্বাসীদের একাধিক

স্থানে তিরস্কার করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের অধিকাংশ কুফুরী ছিলো, বাপ-দাদা, গুরুজন, ধর্মযাজক ও পাদরীদের অন্ধবিশ্বাসের কারণে।

ইমাম আহমদ, শাফেয়ী, মালেক এবং আবু হানিফা (রাহঃ) হতে প্রমাণিত, তাঁরা বলেছেন: “আমাদের কথা ওপর ভিত্তি করে ফতওয়া দেয়া অথবা আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ হবেনা যতক্ষণ না জানবে আমরা কোথা হতে ঐ কথা গ্রহণ করেছি”। তাছাড়া সকলে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হাদীস হচ্ছে আমাদের মাযহাব। আরো বলেছেন যে . “আমরা কোন কথা বললে অতঃপর তা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহের সামনে পেশ করার পর যদি কুরআন- হাদীসের মতাবেক হয় তাহলে তা গ্রহণ কর। আর যদি বিরোধী হয়, তাহলে তা বর্জন কর এবং দেওয়ালে ছুঁড়ে মার। এই ছিল প্রবীন ইমামগণের উক্তি। আল্লাহ তাদেরকে শান্তির ঘরে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করান।

কিন্তু পরের যুগের মুকাদ্দিস লেখক, যারা বই লেখে কলমের কালি দিয়ে সাদা, কাগজ কালো করেছেন, তাদের ওপর হাজার-হাজার আফসোস! কেননা তারা উলামায়ে মুজতাহিদীনদেরকে (যারা অভিজ্ঞতার বলে কুরআন-হাদীস চষে দ্বীনী মাস্যুলা বয়ান করার জন্য প্রচেষ্টা করেন) নিষ্পাপ বলে মনে করে। অতঃপর তারা মানুষকে চার ইমামের মধ্যে কোন একজন ইমামের ও তাদের প্রসিদ্ধ মাযহাবের একটির ত্বাকলীদ করতে বাধ্য করে। বাধ্য করা দূরের কথা; ইমামের কথা ছাড়া আমল-দলীল সবকিছু গ্রহণ করা ত্যাগ করে। ইমামকে যেন তারা অনুসৃত ও প্রেরিত নবী বানিয়ে নেয়! হয় তারা যদি ইমামগণের কথাসমূহ জানতো! (তাহলে কতই না উত্তম হতো!) কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, তাদের অধিকাংশই অনুসৃত ইমামের নাম ছাড়া-তাদের অন্য সব কিছু থেকে বেখবর। পরের যুগের কতিপয় মানুষ নতুন নতুন মাসায়েল ও বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করে ইমামদের নামে সম্পৃক্ত করে। অতঃপর পরবর্তী বংশধররা সেগুলোকে ইমামদের পথ ও মত বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। অথচ তাঁ ইমামদের সিদ্ধান্তের ও কথার পরিপন্থী। ইমামগণের নামে যা কিছু সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা থেকে তাঁরা মুক্ত। যেমন পরবর্তীযুগের অনেক হানাফীদের এজাতীয় ভ্রান্ত কথাঃ “নামাযের তাশাহুদে সাব্বাবা-(তর্জুনা) আঙুলের ইশারা হারাম, আল্লাহর হাত আছে

এর অর্থ হলো আল্লাহর শক্তি, আল্লাহ তায়ালা সর্ব স্থানে উপস্থিত, তিনি আরশের উপর নেই ইত্যাদি”^১।

এইসব কারণে মুসলমানদের শক্তি চূর্ণ্য-বিচূর্ণ্য হয়। তাদের একতা লামা'আত বিচ্ছিন্ন হয়। উন্নতি বিলুপ্ত হয়ে ভাঙন প্রশস্ত হয়। নেফাকী ও বিচ্ছিন্নতায় দিগন্ত ভরে ওঠে। একে অপরকে বিদ'আতি বলতে আরম্ভ করে। সকল জামা'আত তার বিপক্ষদলকে নগণ্য বিষয়ে পথ ভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। এমন কি একে অপরকে কাকের বলতে আরম্ভ করে এবং পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আমাদের সত্যবাদী ও আমানতদার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যত বাণী করে গিয়েছেন, হুবহু তাঁরা তার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন :

“ستفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا

واحدة ، قيل من هم يا رسول الله قال : الذين على ما أنا عليه وأصحابي

[رواه الترمذي وحسنه الألباني]

অর্থ: “আমার উম্মত ত্রিযান্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে, একটি ছাড়া অবশিষ্ট সবই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ ঐ নাজাত প্রাপ্তদল কারা? নবী (সঃ) বললেনঃ যারা ঐ পথে থাকবে, যে পথে আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছে।”।

-(তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে উত্তম বলেছেন)।

১- শেষাংশে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার ওপর যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে, সতর্ক করার পরও তার ওপর অটল থাকে তাহলে ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে যাবে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি - আমরা বলি: “আল্লাহর হাত আছে, তবে আমাদের মত নয়। অপব্যখ্যা ও সাদৃশ্য ব্যতীত আল্লাহর হাত আছে একথা বিশ্বাস করি। -সম্পাদক।